কিছু কথাঃ বিশ্বব্যাপী ওয়েব সাইটের প্রভাব অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পরতে পরতে আন্তর্জাল যে-ভাবে পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে, তাতে করে আগামীতে আমাদের শিল্প-সাহিত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনোদনের গতি কখন যে কোন্‌দিকে মোড় নেবে, তাদের চেহারা কখন যে কি ধরণের হয়ে দাঁড়াবে— তা আগে থেকে আঁচ করতে পারা বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে। গত দেড় দশকে যে-সকল প্রাপ্তি জগৎবাসীর হাতে এসেছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হল ওয়েব ম্যাগাজিন, ইউটিউব আর হালের ফেস্‌বুক। যেহেতু আন্তর্জাল ক্রমশঃ মানুষের কাছে দিন দিন আরও বেশী করে সহজলভ্য হয়ে পড়ছে, সেইহেতু স্বাভাবিকভাবেই এই মাধ্যমগুলির সাথে দিন দিন আরও অধিক সংখ্যক মানুষ সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

যা হোক, ডব্লিউ.ডব্লিউ.ডব্লিউ.-এর ব্যাপারে নবতর প্রজন্মের উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনেক বেশী। স্বরচিত এই ছড়াখানা শোনার পর একদিন আমার বালক পুত্রধন প্রস্তাব দিয়ে বসলঃ ‘‘বাবা, আমি তোমাকে কিছু ছবি আঁকিয়ে দেই, তুমি ছড়াটা ইউটিউবে দিয়ে দাও?’’ প্রথমে গা করিনি। সারাদিন সে কি সব আঁকিবুকি কাটে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।

পরে কি মনে করে তাকে অনুমতি দিলাম। আর তার পরিণতিই হল এই ইউটিউব ছড়া। না, সে খুব বেড়ে আঁকিয়েছে, তা দাবী করছি না। কিন্তু কিছুটা তৃপ্তিভরেই লক্ষ্য করলাম যে, শ্রুতিময় আবৃত্তির সাথে ছবিগুলোর ক্রমঃপরিবর্তন ছড়াটিকে একটা আলাদা মাত্রা দিয়েছে। দর্শক-শ্রোতারা এটি উপভোগ করলে এই শ্রম স্বার্থক হবে। —ছড়াকার।